দৈনিক
আমাদের সময়

- 2 JAN 2017

টাঙ্গাইলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮৯৭ শিক্ষকের পদ শূন্য

কাজল আর্য, কালিহাতী ●

টাঙ্গাইলের ১২ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় ৪২৭টি প্রধান শিক্ষক ও ৪৭০টি সহকারী শিক্ষকের পদ বর্তমানে শূন্য রয়েছে। এতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হলেও সহসাই হচ্ছে না সমাধান। দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ ও পদোন্নতি না থাকায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, টাঙ্গাইল জেলায় প্রধান শিক্ষক পদে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২১৯টি ও জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০৮টি শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। এদিকে সহকারী শিক্ষক পদে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৪৪টি ও জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২৬টি পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক উভয় পদেই ঘাটাইল উপজেলায় ৮৬, সখীপুর উপজেলায় ৯৩, গোপালপুর উপজেলায় ৯৪, বাসাইল উপজেলায় ৪৫, টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় ৫২, দেলদুয়ার উপজেলায় ৪৩, মির্জাপুর উপজেলায় ৯৩, কালিহাতী উপজেলায় ৭৯, মধুপুর উপজেলায় ৫২, নাগরপুর উপজেলায় ১৫৩, ভুঞাপুর উপজেলায় ৭০, ধনবাড়ী উপজেলায় ২৭; মোট ৮৯৭টি পদ শূন্য আছে। উল্লেখ্য, বাসাইলে ১৬ জন ও দেলদুয়ারে নয়জন শিক্ষক প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির জন্য আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। শিক্ষক সংকটে পাঠদানসহ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে প্রতিনিয়তই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বলেন, এ কারণে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম অনেকাংশে ব্যাহত হয়। তারা দ্রুত সমস্যার সমাধান চেয়েছেন।

কালিহাতী উপজেলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও নারান্দিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুস সামাদ বলেন, বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষকের শূন্যপদের কারণে আমরা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার শিকার হই। এতে একদিকে যেমন শিক্ষার মানোন্নয়ন ব্যাহত হয়, অন্যদিকে যথাযথ পাঠদান থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে। টাঙ্গাইল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আতাউর রহমান বলেন, অবসরজনিত, চাকরি পেয়েও ছেড়ে দেওয়া, নিয়োগ-পদোন্নতি বন্ধসহ আরও অনেক কারণে শিক্ষকদের পদ শূন্য থাকে। ফলে শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের নিয়মিত কাজগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়। আশা করছি, অতিদ্রুত টাঙ্গাইল জেলার শিক্ষকের শূন্যপদগুলো পূরণ হয়ে যাবে।